তরুণীর সঙ্গে দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল নেতার আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 25 November 2026, 08:03 PM | বিভাগ: সারাদেশ



তরুণীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ভিডিও কলে কথা বলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের এক নেতার। ১০ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত শেখ মোহাম্মদ হোসেন ওরফে এস এম নয়ন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা মোহাম্মদ এনামুল হকের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে প্রথমে এক তরুণীর সঙ্গে নয়নকে ভিডিও কলে কথা বলতে দেখা যায়। একপর্যায়ে দুজনকে নগ্ন অবস্থায় ভিডিও কলে দেখা যায়। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যেও এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শেখ মোহাম্মদ হোসেন ওরফে এস এম নয়ন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গত ১২ জুন তাকে চট্টগ্রাম-১২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ এনামুল হকের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ছাত্রসংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার পাশাপাশি সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় তার এমন ভিডিও প্রকাশ্যে আসার বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা তৈরি হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ছাত্রদলের এক নেতা বলেন, ছাত্রদলের মতো একটি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়ানো অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন নেতার ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের কারণে পুরো সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। বিশেষ করে সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আরও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত। এ ধরনের ঘটনায় দলের ভাবমূর্তি রক্ষায় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শেখ মোহাম্মদ হোসেন ওরফে এস এম নয়ন ভিডিওর বিষয়টি স্বীকার করেন। তবে তার দাবি, তাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আমার প্রতিপক্ষের লোকজন এক নারীকে দিয়ে ফাঁদ পেতেছে। আমি না বুঝে ভুল কাজ করেছি। তবে ওই তরুণীর সঙ্গে বর্তমানে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি অন্য একজনকে বিয়ে করেছি।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক এম রবিউল হোসেন রবি বলেন, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে আপত্তিকর কাজে জড়িয়ে পড়লে তার দায়ভার সংগঠন নেবে না।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।